

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ  
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

226422 - ওযুর ফরয ও সুন্নতসমূহ

---

প্রশ্ন

ওযুর রুকন, ওয়াজবি ও সুন্নতসমূহ ক'কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ওযুর রুকন ও ফরয ৬টি:

১। মুখমণ্ডল ধৌত করা। মুখ ও নাক মুখমণ্ডলরে অংশ।

২। দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩। মাথা মাসহে করা।

৪। দুই পা টাকনুসহ ধৌত করা।

৫। ওযুর অঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৬। পরম্পরা রক্ষা করা (অর্থাৎ অঙ্গগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ে বরিত না দয়া)।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে মুমনিগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমাদের মাথায় মাসহে কর এবং পায়েরে টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে নাও।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৬]

দখুন: ইবনে কাসমি এর হাশিয়াসহ ‘আল-রওযুল মুরবী’ (১/১৮১-১৮৮)]

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

এখানে ওযুর ফরয দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- ওযুর রুকনসমূহ।

এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আলমেগণের ভিন্নতা রয়েছে। কউে কউে ফরযগুলোক রুকন হিসেবে উল্লেখ করেন। আবার কউে কউে রুকনগুলোক ফরয হিসেবে উল্লেখ করেন। [আল-শারহুল মুমতী (১/১৮৩) থেকে সমাপ্ত]

ইতপূর্ববে আমরা উল্লেখ করেছি যে, জমহুর আলমে এর নকিট ফরযটাই হচ্ছে- ওয়াজবি। [দেখুন: 127742 নং প্রশ্নোত্তর]  
তাই ওযুর ফরযগুলোই হচ্ছে- ওযুর রুকন ও ওযুর ওয়াজবি; যগুলো দিয়ে ওযু সংঘটিত হয় এবং যগুলো ছাড়া ওযুর অস্তিত্ব হতে পারে না।

পক্ষান্তরে ওযুর সময় বস্মিল্লাহ্ বলা: ইমাম আহমাদের মতে, এটি ওয়াজবি।

জমহুর আলমের মতে, এটি ওযুর সুন্নত; ওয়াজবি নয়। ইতপূর্ববে 21241 নং প্রশ্নোত্তরে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

দুই:

ওযুর সুন্নতসমূহ অনেকে।

শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান (হাফযাহুল্লাহ) বলেন: ওযুর সুন্নতসমূহ হচ্ছে-

১। মসেওয়াক করা। এর স্থান হচ্ছে- গড়গড়ার সময়। যাত করে মসেওয়াক ও গড়গড়ার মাধ্যমে মুখ পরিস্কার করা যায়; যার ফলে ইবাদত, তলোওয়াত ও আল্লাহর সাথে গোপন আলাপের জন্য নজিকে তৈরী করে নেয়া যায়।

২। ওযুর শুরুতে চহোরা ধৌত করার আগে হাতের কব্জদ্বয় তনিবার ধৌত করা। এ বিষয়টি হাদিসে উদ্ধৃত হওয়ার কারণে এবং যহেতে হস্তদ্বয় হচ্ছে- ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি ব্যবহার করার মাধ্যম। তাই এ দুটোক ধৌত করার মাঝে সমস্ত ওযুর জন্য সতর্কতা অবলম্বন পাওয়া যায়।

৩। চহোরা ধৌত করার আগে গড়গড়া কুলি ও নাকে পানি দিয়ে; অনেকে হাদিসে এ দুটো দিয়ে শুরু করার কথা উদ্ধৃত হওয়ার কারণে। রোযাদার না হলে প্রকৃষ্টভাবে এ দুটো আদায় করবে। গড়গড়া কুলি প্রকৃষ্টভাবে আদায় করার অর্থ হল: গোটা

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মুখের ভেতরে পানি ঘুরানো। প্রকৃষ্টভাবে নাকের পানি দিয়ে অর্থাৎ পানি টেনে একবারে নাকের উপরে তুলে নেয়া।

৪। পানি দিয়ে ঘন দাঁড়ি খলিল করা; যাতে করে ভেতরে পানি ঢুকবে। দুই হাত ও দুই পায়ের আঙুলগুলো খলিল করা।

৫। ডান হাত ও ডান পা দিয়ে শুরু করা।

৬। মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয় ও পা-যুগল ধৌত করার ক্ষেত্রে একবারের অধিক তিনবার ধৌত করা।[আল-মুলাখ্বাস আল-ফকিহি (১/৪৪-৪৫) থেকে সমাপ্ত]

সুন্নতের মধ্যে আরও রয়েছে:

জমহুর আলমেরে মতে, কানদ্বয় মাসহে করা। ইমাম আহমাদের মতে, কানদ্বয় মাসহে করা ওয়াজবি। ইতিপূর্ববে [115246](#) নং প্রশ্নোত্তরে তা বর্ণিত হয়েছে।

ওযুর পরে মুস্তাহাব হচ্ছে: আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আননা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ। আল্লাহুম্মাজ আলনি মিনিত্তা ওয়াবীন ওয়াজ আলনি মিনিল মুতাতাহরীন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বহিমদকি আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফরিকা ওয়া আতুবু ইলাইক। (অর্থ- “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনও হক্ব ইলাহ নাই, তাঁর কোনও শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোনও হক্ব ইলাহ নাই, আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তাওবা করছি।)

ওযুর সম্পূর্ণ বিবরণ জানতে [11497](#) নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।